হরিহরণ বজরং বাণ গান

॥ দোয়া ॥

বিশ্বাস ও ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি সম্মানিত।

তাঁর সকল কর্ম শুভ, হনুমানই সাধন করবেন।

॥ শ্লোক ॥

কল্যাণকর সাধক হনুমানকে জয় করুন। হে প্রভু, আমাদের অনুরোধ শুনুন।

মানুষের কাজ বিলম্বিত করবেন না। তাড়াতাড়ি করুন এবং তাদের পরম সুখ দিন।

সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সুরসা শরীরে প্রবেশ করে তা ছড়িয়ে দেন।

লঙ্কিনী এগিয়ে গেলেন এবং থামানো হল। তিনি তাকে লাথি মারলেন এবং দেবতারা পৃথিবীতে চলে গেলেন।

বিভীষণকে সুখ দিলেন। সীতাকে দেখে তিনি পরম অবস্থান লাভ করলেন।

বাগানে আলো জ্বালিয়ে তিনি সমুদ্রে ছিলেন। যম খুব উদ্বিগ্ন এবং তোমার ভয় পেয়েছিলেন।

অক্ষয় কুমার তাকে হত্যা করে হত্যা করলেন। তাঁত মুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

লঙ্কা লক্ষের মতো পুড়ে গেল। জয় জয় ধুনি দেবতাদের নগরীতে পরিণত হল।

এখন কেন দেরি, হে প্রভু। হে সর্বজ্ঞ, আমাদের প্রতি করুণা করো।

জয় জয় লক্ষ্মণ, জীবনদাতা। উদ্বিগ্ন হও এবং আমাদের দুঃখ দূর করো।

জয় গিরিধর, জয় জয় সুখ সাগর। দেবতা সমর্থ ভাটনগর।

ওম হনু হনু হনু হনু, একগুঁয়ে হনুমান। আমি বজ্রপাত দিয়ে শত্রুকে আঘাত করবো।

বজ্রপাতের গদা দিয়ে শত্রুকে আঘাত করো। মহারাজ প্রভু এই দাসকে রক্ষা করো।

ওমকার গর্জন করো মহাপ্রভু দৌড়াও। বজ্রপাতের গদা দিয়ে দেরি করো না।

ওম হ্রিম হ্রিম হ্রিম হনুমন্ত কপিসা। ওম হ্রিম হ্রিম হ্রিম, আমি দর্পণ দিয়ে শত্রুকে আঘাত করবো।

হরির শপথে সত্য থাকো। আমি রামের দূত পাঠাবো এবং ধাত্রীকে হত্যা করবো।

জয় জয় জয় হনুমান, আমি মানুষের অপরাধে গভীরভাবে শোকাহত।

পূজা, জপ, তপস্যা, আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতি। তোমার দাস কিছুই জানে না।

বনে, বাগানে, পাহাড়ে বা বাড়িতে। তোমার শক্তিকে আমি ভয় পাই না।

আমি হাত জোড় করে তোমার কাছে প্রণাম করি। এই উপলক্ষে আমি কেন তোমাকে ডাকব?

জয় হোক অঞ্জনির পুত্র, শক্তিশালী। শঙ্কর, ধৈর্যশীল হনুমান।

সময়ের উগ্র দেহ সমগ্র পরিবারকে ধ্বংস করে। রাম সর্বদা রক্ষাকর্তা।

ভূত, আত্মা, ভ্যাম্পায়ার, নিশাচর প্রাণী। অগ্নি, রাক্ষস, সময় এবং মৃত্যু।

আমি তাদের হত্যা করব, আমি রামের নামে শপথ করছি। রখু নাথ, আমি তাদের হত্যা করব।

জনক কন্যাকে হরির দাসী বলা হয়। তাই এই শপথ নিতে দেরি করো না।

জয় জয় জয়, আকাশ ভরে ওঠে। জপ করলে অসহ্য যন্ত্রণা বিনষ্ট হয়।

আমি তোমার চরণে প্রণাম করি এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করি। এটাই সঠিক সময়, কেন তোমাকে ডাকব।

উঠো, উঠে হেঁটে যাও, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, প্রভু রাম। আমি হাত জোড় করে তোমার কাছে প্রার্থনা করি।

ওম চান চান চান চান, অস্থির ব্যক্তি চলে। ওম হনু হনু হনু হনু হনুমন্ত।

ওম হান হান, অস্থির বানর ডাকছে। ওম সান সান, দুষ্ট দল ভয় পেয়েছে।

তোমার লোকদের অবিলম্বে রক্ষা করো। আমাদের নাম জপ করে আমরা খুশি বোধ করি।

যে কেউ এই বজরং তীর মারে, আমাকে বলো কে তাকে রক্ষা করবে।

বজরং তীর পাঠ করো, হনুমান জীবন রক্ষা করে।

যে কেউ এই বজরং বাণ জপ করে, সমস্ত ভূত এবং আত্মা কাঁপে।

যদি কেউ ধূপ দান করে এবং সর্বদা এটি জপ করে, তাহলে শরীরে কোনও ব্যথা থাকবে না।

|| দোহরী ||

বানর প্রেমের অনুভূতির পূজা করে এবং সর্বদা এটি তার হৃদয়ে রাখে।

হনুমানের দ্বারা তার সমস্ত শুভ কাজ সম্পন্ন হয়।

- জয় বজরং বলী!

- জয় শ্রী রাম!

- জয় শ্রী রাম!